রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ১২ আগস্ট ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.১৭৩—সাবেক মুখ্যসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ-গত ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

২। ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৫ শ্রাবণ ১৪২৮/০৯ আগস্ট ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৫ শ্রাবণ ১৪২৮ / ০৯ আগস্ট ২০২১

প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ গত ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

সৈয়দ আব্দুস সামাদ ১৯৪২ সালে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং দ্য ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এছাড়া বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি পিএচইডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিও ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে সাবেক এই সিএসপি রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সচিব হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে দায়িত্ব পালনকালে নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্যসচিব হিসাবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা পানি চুক্তি এবং ১৯৯৭ সনের ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ বিশেষ অবদান রেখেছেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্বের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন স্টেট কলেজ, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ প্যাসিফিক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার হানকুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টাডিজের অনুষদ সদস্য ছিলেন।

ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ ছিলেন অমায়িক, স্পষ্টভাষী ও সহজ সরল একজন মানুষ। আদর্শ, নীতিনিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য তিনি সর্বমহলে সুপরিচিত, সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন।

মন্ত্রিসভা ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বৃহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd